সংবাদ

তারিখ ...17 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করুন

বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট এখনও বহাল রয়েছে। সাড়ে ৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গত বছর এটি সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। তীব্র ছাত্র বিক্ষোভের মুখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট সরকার প্রত্যাহার করে নিলেও বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট রয়েই গেল। তাই বেসরকারি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েই গেল। যা স্পষ্টতই আমাদের শাসনতন্ত্রের ২৮ অনুচ্ছেদের বরখেলাপ। শিক্ষা অধিকার। এখানে কোন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি আমাদের শাসনতন্ত্রের বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি স্কুল শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করতে পারছে না বলেই কি তারা এ বৈষম্যের শিকার? আমরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের রাজস্বের আওতায় নিয়ে আসার নামে ভ্যাট আরোপ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশোভন। শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের ওপর আর্থিক চাপ ন্যূনতম না বাড়িয়ে মুনাফা অর্জনকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজস্বের আওতায় আনাটাই সরকারের উচিত ছিল। সেটি হবে প্রত্যক্ষ কর, যা কখনোই শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বে রয়েছে।

এছাড়া ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে এখন শুধু সমাজের সচ্ছল অংশের ছেলেমেয়েরাই ভর্তি হয় না। সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত অংশের ছেলেমেয়েরাও ভর্তি হচ্ছে। কারণ উচ্চগুণগত মানের শিক্ষা লাভের অধিকার সবার রয়েছে। ভ্যাট আরোপের নামে বেনিয়াসুলভ ভাবনা সরকারের ভাবমূর্তিকেই ক্ষুণ্ন করছে।

শিক্ষার্থীদের ওপর অর্থাৎ টিউশন ফির ওপর ভ্যাট আরোপ করার কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। তার ওপর বৈষম্য হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। এটা আরও বড় অনৈতিক সিদ্ধান্ত। আমরা চাই, শিক্ষার অধিকারে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান। সে অর্থেই ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত ভ্যাটও প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য অবারিত করতে হবে।